দৈনিক ইনকিলাব

০৪৪

তারিখ 28 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... 1

১৩ই আষাঢ় ১৩৯৪ বং

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থমথমে আতঙ্ক ঃ কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা স্থগিত

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

দু'দল ছাত্রের প্রচণ্ড সংঘর্ষে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট গত শুক্রবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা ও ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিলেও কতিপয় মহলের চাপে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান ঐদিন গভীর রাতে তার বিশেষ ক্ষমতাবলে সিদ্ধান্ত কার্যকর করা স্থগিত করেন।

গতকাল সকালে সিণ্ডিকেটের এক সভায় তিনি পূর্বদিন সিণ্ডিকেট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রদানের কারণ ব্যাখ্যা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে গতকাল থেকে আগামী ২ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য শেষ অর্ধ মাস্টার্স ডিগ্রী এবং ৩য় বর্ষ অনার্সের সকল কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেন। এ সকল পরীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচী শীঘ্রই জানান হবে। তবে, এ সময়ে ইনকোর্স, মিডটার্ম, টিউটোরিয়াল, মৌখিক, ব্যবহারিক ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত নেবে।

গতকালও প্রায় সারাদিন ভিসি'র বাড়ীর আশেপাশে, ফুলার রোড, এসএম হল, সূর্যসেন হল ও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে, বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কিছু বোমা বিস্ফোরণ ও গুলীর শব্দ শোনা যায়। তবে কেউ হতাহত হয়নি।

কলাভবনে সকালে গত বৃহস্পতিবার রাত ও শুক্রবার দুপুরের ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল, ছাত্রলীগ (সু-র) বিক্ষোভ মিছিল বের করে। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ছাত্রলীগ (মু-না) কলাভবনে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করে।

শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলীর উপর সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার্থে যখনই কর্তৃপক্ষ আহবান জানাবেন তখনই পুলিশ আইন মোতাবেক আপোষহীন দায়িত্ব পালন করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলীর উপর সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি যাতে অতীতের মত রক্তারক্তির পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

গতকাল (শনিবার) জাতীয় সংসদে বিধি ৩০০ মোতাবেক প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা অনাহুতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আহবান ছাড়া হস্তক্ষেপের বিরোধী। তবে, এ বিষয়ে উদাসীন নই। আমরা নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে শান্তি ও শিক্ষার স্বার্থে দায়িত্ব পালন করবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট মোতাবেক মহসীন হলে ৭ জুন রাতে, জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ও জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্র লীগ-এর মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়। সেদিন উভয় ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে গোলাগুলী বিনিময় হয়। পরদিন কতিপয় ছাত্র সংগঠন মিলিত হয়ে এই ঘটনার অবসানকল্পে মতৈক্যে উপনীত হন। ১০ জুন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, শ্রমিক-কর্মচারীদের এক যৌথ সভায় 'শিক্ষার পরিবেশ পরিষদ' গঠিত হয়। এরপর ১৫ জুন থেকে ২৫ জুন পরিস্থিতি সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু ২৫ জুন রাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ও ছাত্র লীগ (মু-না) কর্মীদের মধ্যে সীট বরাদ্দ নিয়ে পুনরায় কলহ সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীতে হল গেটে রাখা কয়েকটি

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর পর তারা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্রতিবাদ সভা করে। সভা চলাকালে সংলগ্ন হল এলাকায় বিকট শব্দে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। দুপুর দেড়টার দিকে ভিসি'র বাড়ীর সামনে বেশ কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণের ও গুলীর শব্দ হয়। বিকেল সোয়া তিনটার দিকে সূর্যসেন হলের ও সাড়ে ৪টার দিকে এসএম হলের দিকে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। ফলে সারাদিনই ক্যাম্পাসে একটি থমথমে আতঙ্ক বিরাজ করে। এদিকে একটি হলে বিশেষ একটি ছাত্র সংগঠন প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস অনুষ্ঠিত হলেও অধিকাংশ বিভাগে অনেক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিও ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে কম।

এদিকে সকালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরিবেশ স্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিবদমান দু'টি ছাত্র সংগঠন পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা দেন। প্রক্টর এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, বিবদমান এ ছাত্র সংগঠন দু'টি কর্তৃপক্ষের এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকবে। সভায় হলে হলে শিক্ষার পরিবেশ পরিষদের শাখা গঠনের আহবান জানানো হয়।

অন্যদিকে, গতকাল সন্ধ্যায় মধুর কেন্টিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার সাথে তাদের যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেন। তারা বলেন, ছাত্র লীগ (মু-না) নেতা কর্মীদের মদদে বহিরাগত অস্ত্রধারীরা গত ৭ জুন, ২৫ জুন রাতে ও গত শুক্রবার দুপুরে ক্যাম্পাসে ব্যাপক গুলী চালায় এবং ত্রাসের সৃষ্টি করে। সরকারী মদদে ছাত্র আন্দোলন নস্যাতের জন্য তারা এ সন্ত্রাস চালায়। ছাত্র দল নেতা সানাউল হক নীরুকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এ সন্ত্রাস চালানো হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্র লীগ (মু-না) নেতা কর্মীদের মদদে নগরীর বিভিন্ন জঘন্য অপরাধের আসামী প্রায় দু'শতাধিক বহিরাগত গত ৭ জুন, ২৫ জুন ও ২৬ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস চালায়। নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এদের সম্বন্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করার অনুরোধ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত দু'দিনের সন্ত্রাসী তৎপরতার তীব্র নিন্দা করে দেশের বেশ কয়েকটি ছাত্র সংগঠন ও বিভিন্ন হলের ১৫৯ জন ছাত্র-ছাত্রী বিবৃতি প্রদান করেছেন।

তারা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসবাদীদের বহিষ্কারের জোর দাবী

শিক্ষা মন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোটর সাইকেল পুড়িয়ে দেয়া হয়। ছাত্র লীগ কর্মীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ভিসি'র বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানেই রাত কাটায়। পরদিন (২৬ জুন) দুপুর ১২টার শিক্ষার পরিবেশ কমিটির বৈঠক চলাকালে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

একই দিন বিকেল ৪টায় সিণ্ডিকেটের বৈঠক বসে। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, ক্যাম্পাসে বিরাজিত অবস্থা কারো জন্য মঙ্গলজনক নয়। তারা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং ২৭ জুন সকাল ১০টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকায় ভাইস চ্যান্সেলর সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা সমীচীন বলে মনে করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দেননি।

(শনিবার) সকাল ১১টায় সিণ্ডিকেটের বৈঠকে ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ না রাখার কারণ ব্যাখ্যা করেন। আজ সকালে ভাইস চ্যান্সেলর টেলিফোনে আমাকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পরিবেশ শান্ত। যেসব পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল তা স্থগিত করা হয়েছে। কলহে লিপ্ত দু'টি ছাত্র সংগঠন নেতৃবৃন্দ আশ্বস্ত করেছেন যে, যে ঘটনা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি হবে না।"

সম্পর্কে জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যে শান্তি তা কবরের শান্তি। এ প্রসঙ্গে উপ-প্রধানমন্ত্রী ডাঃ এম, এ, মতিন বলেন, শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রমুক্ত সম্পর্কে সংসদীয় বিশেষ কমিটির একটি বৈঠক হয়েছে। পরবর্তী বৈঠক জুলাই অনুষ্ঠিত হবে।

এ প্রসঙ্গে জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন, 'মাননীয় স্পীকার আমি ঐ বিশেষ কমিটির একজন সদস্য। প্রথম বৈঠকে আলোচ্যসূচী ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি মুক্ত করা। এই আলোচ্যসূচী দেখে আমি বৈঠকে যোগদানে বিরত থাকি।' তিনি বলেন, গত ক'দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে খুব নতুন। এগুলো কোথা হতে আসে এর প্রতিবাদ করে অধ্যাপক এম, মতিন বলেন, 'মাননীয় স্পীকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের রাজনীতি ওনারা চালু করেছেন। '৭৪ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র সরবরাহ করেছেন এই পর্যায়ে শেখ হাসিনা বলেন, সরকার চাইলে ২ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রমুক্ত করা যায়। কিন্তু অস্ত্র নিয়ে যারা ক্ষমতায় আসে তারা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করবে কিভাবে? ক'দিন আগে অস্ত্রসহ যে ছাত্ররা গ্রেফতার হয়েছিল তারা ইঙ্গিতে মুক্তি পেল? বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন অস্ত্র দেখা যাচ্ছে তাতে সরকারী মদদ না থাকলে এসব অস্ত্র দেখা যা প্রশ্নই উঠে না। শেখ হাসিনা বলেন, সালে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের ব্যাধিয়েছিল, হত্যা মামলার আসামী যার ফাঁসী হওয়ার কথা ছিল শফিউল আলম প্রধানকে জিয়া রহমান মুক্তি দিয়ে নির্বাচনের কা লাগিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার স তিনি একই মঞ্চে বক্তৃতাও দিয়েছি এবং সেই সময় অধ্যাপক এম, এ, ম মন্ত্রীও ছিলেন।